Contents

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

২৬তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর
২০১৭

Contents

২৬তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর
২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : **১০ (দশ) টাকা মাত্র**

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
- হাদীছের গল্প ১৮
- এসো দো'আ শিখি ২০
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২২
- কবিতাগুচ্ছ ২৪
- একটুখানি হাসি ২৬
- আমার দেশ ২৭
- রহস্যময় পৃথিবী ২৯
- সাহিত্যাঙ্গন ৩২
- দেশ পরিচিতি ৩২
- যেলা পরিচিতি ৩৩
- আন্তর্জাতিক পাতা ৩৩
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৪
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৮
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

সম্পাদকীয়

দিবস পালন নয়, চাই আদর্শের অনুসরণ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আজকের দিনে আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম ও ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলামে কারো জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী বা অন্য কোন বার্ষিকী পালনের সুযোগ নেই।

জন্মের সময়কালকে আরবীতে মীলাদ বা মাওলিদ বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী' অর্থ দাঁড়ায় নবীর জন্ম মুহূর্ত। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' বর্তমানে একটি সাধারণ ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে *(মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃ. ৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), চার খলীফা ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এরকম কোন দিবস পালনের রেওয়াজ ছিল না। অতএব ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন সুস্পষ্ট বিদ'আত। এরই অনুকরণে চালু হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিদ'আতী অনুষ্ঠান। যেমন জন্ম দিবস, ঘটা করে সুন্নাতে খাৎনা ইত্যাদির নামে বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন ডেকে দিবস পালন করা। সে উপলক্ষে বিভিন্ন রং বেরঙের নামী-দামী দাওয়াত কার্ড তৈরী, বিরাট ভোজের আয়োজন করা, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজিসহ অশ্লীল গান-বাজনা ইত্যাদির আয়োজন করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন নয় বরং তাঁর আদর্শের একনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের

ভালোবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট অধিক প্রিয়তর হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে' *(বুখারী হা/১৪৫)*। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সার্বিক জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য মানেই তাঁর আদর্শে জীবন গড়া।

ঈদে মীলাদুন্নবী পালন এবং নিজেদের ও অন্যদের জন্ম-মৃত্যু দিবসসহ অন্যান্য দিবস পালন নবী (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ নয়। বরং এগুলি আধুনিক জাহেলিয়াত। মূলত মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কিছু সময়ের সমষ্টি মাত্র। দুনিয়াতে কে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে তা পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ হায়াত ও মউত সৃষ্টি করেছেন *(মুল্ক ৬৭/২)*। ঘুমানোর সময় আমরা দো'আ পড়ি, *'বিসমিকাল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহইয়া'* (হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি। অর্থাৎ তোমার নামে আমি শয়ন করছি ও তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব)। ঘুম থেকে উঠার সময় পড়ি *'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'* (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদের মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান *(বুখারী হা/৬৩২৪)*। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনই নতুন দিন। যে দিনটি চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। তাই আলাদাভাবে দিবস পালনের কোন সুযোগ নেই।

অতএব আসুন! আমাদের জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত প্রকৃত মুসলিম হই। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন!

কুরআনের আলো

আল্লাহ্র উপর ভরসা

١. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ- الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-

১. 'যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহ্র পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ার উত্তম আবাস দান করব এবং আখেরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ, যদি তারা জানত। যারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(নাহল ১৬/৪১-৪২)*।

٢. وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ-

২. 'আর আল্লাহ্র উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(মায়েদাহ ৫/২৩)*।

٣. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا-

৩. 'আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ চূড়ান্তকারী। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক কাজের জন্য একটা পরিমাপ ঠিক করে রেখেছেন' *(তালাক্ব ৬৫/৩)*।

٤. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ-

৪. 'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হতে, তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

٥. فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-

৫. 'অনন্তর তোমাদেরকে (এ জীবনে) যা দেওয়া হচ্ছে তা তো পার্থিব জীবনের উপভোগ্য সামগ্রী। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তা কেবল তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে এবং তাদের মালিকের উপরই ভরসা করে' *(শূরা ৪২/৩৬)*।

হাদীছের আলো

আল্লাহ্র উপর ভরসা

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه وسلم قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-

১. 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতে সত্তর হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তাদের প্রভুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে' *(বুখারী হা/৬৪৭২; মিশকাত হা/৫২৯৫)*।

٢. عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لى الله عليه وسلم لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا-

২. 'ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে তাহলে পাখপাখালির মতই তোমরা জীবিকা পেতে। তারা ভোরবেলায় ওঠে ক্ষুধার্ত অবস্থায়, আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে বাসায় ফেরে' *(তিরমিযী হা/২৫১৫; মিশকাত হা/৫২৯৯)*।

٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم مَنْ قَالَ - يَعْنِى إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ - بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ. وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ-

৩. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি নিজ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে 'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' (আল্লাহ্র নামে বের হলাম, আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া পাপ থেকে বাঁচা এবং নেকীর কাজ করার কোনই উপায় নেই)। তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমার নিরাপত্তা মিলেছে। আর শয়তান তখন তার থেকে দূরে সরে যায়' *(তিরমিযী হা/৩৭৫৪)*।

٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

৪. আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি কি তাকে (আমার উষ্ট্রীটাকে) বেঁধে রেখে (আল্লাহ্র উপর) ভরসা করব, না কি তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে ভরসা করব, তিনি বললেন, আগে বেঁধে রাখো, তারপর ভরসা কর' *(তিরমিযী হা/২৫১৭)*।

প্রবন্ধ

শিশু ও নারী নির্যাতন : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।
(শেষ কিস্তি)

প্রতিকার :

৮. সহশিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করা :

মহান আল্লাহ পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় রাখার জন্য নারী ও পুরুষকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। একই প্রতিষ্ঠানে পাশাপাশি বসে লেখা-পড়া করার কারণে শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতীদের এই আকর্ষণ ভিন্ন পথে পরিচালিত করছে। তাই জাতিকে বাঁচাতে হলে সহশিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত বাতিল করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ অসম্ভব হলে একই প্রতিষ্ঠানে পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে *(মাসিক আত-তাহরীক ১৭/৭ এপ্রিল ২০১৪ পৃ. ৩২)*।

৯. আলাদা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা :

বর্তমানে একই কর্মস্থলে নারী ও পুরুষের চাকুরীর কারণে নারীরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাই নারীদের বাঁচাতে হলে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে নারীরা নির্যাতন ও হত্যার হাত থেকে বেঁচে থাকবে এবং মানসিক চাপমুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে কাজ করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। আল্লাহ স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেককে করেছেন সংসারের দায়িত্বশীল *(বুখারী হা/৭১৩৮; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। স্বামী ভরণ-পোষণ করবে ও বাহির সামলাবে। স্ত্রী সন্তান পালন করবে ও ঘর সামলাবে। নারী তার মূল দায়িত্বের বাইরে প্রয়োজনে পূর্ণ পর্দা ও নিরাপত্তার মধ্যে কোন হালাল পেশা গ্রহণ করতে পারে *(আত-তাহরীক ১৯/২ নভেম্বর ২০১৫ পৃ. ২)*।

১০. বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা :

সমাজ থেকে শিশু ও নারী নির্যাতন দূর করতে হলে বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে ও নিঃশঙ্কচিত্তে বিচারের রায় প্রদান ও দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। তাহলে অপরাধীরা শাস্তির ভয়ে পাপের পথ থেকে ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, দলীয় বড় কোন নেতা বা তার নিকটাত্মীয় অপরাধ করলে সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সঠিকভাবে বিচার করতে পারে না বিভিন্ন চাপের কারণে। ফলে অপরাধীরা পরবর্তীতে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে। তাই বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১১. নেশাকর দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ :

ইসলামে যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য হারাম এবং তা সকল অনিষ্টের মূল। তাই সকল প্রকার নেশাকর দ্রব্য নিষিদ্ধ করতে হবে। এগুলি ব্যবহারকারীদের জন্য সরকারীভাবে শাস্তির ব্যবস্থা

কার্যকর করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমদিকে মদপানকারীকে সর্বসমক্ষে হাত দিয়ে, খেজুরের ডাল দিয়ে বা জুতা দিয়ে মারতে বলতেন এবং তাকে তিরস্কার ও নিন্দা করতে বলতেন যাতে সে লজ্জিত হয় ও ভীত হয় *(বুখারী হা/৬৭৭৯)*। বর্তমান যুগেও বিচার বিভাগকে এর বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা নিতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সাথে সাথে মদ তৈরী, সেবন, বহন, তামাক, গাঁজা ইত্যাদির উৎপাদন ও তামাকজাত দ্রব্যের বিপণন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে *(মাসিক আত-তাহরীক ১৫/১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ পৃ. ১২)*। সকল প্রকার মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে নেশাকর দ্রব্যের অপকারী দিক তুলে ধরতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন ও প্রচার মাধ্যমে এর ক্ষতিকর দিকগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রচার করতে হবে। যাতে নেশাকর দ্রব্যের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে ও তা থেকে তারা ফিরে আসে। যেমন-

ক. জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যার বেশীতে মাদকতা আনে তার অল্পটাও হারাম' *(তিরমিযী হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩৬৪৫)*।

খ. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, اَلْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ 'মদ হল সকল নির্লজ্জতার উৎস এবং সকল পাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি মদ পান করে সে তার মা, খালা, ফুফু সকলের উপর পতিত হয়' *(দারাকুৎনী হা/৪৫৬৫; ছহীহাহ হা/১৮৫৩)*।

গ. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াদা বদ্ধ, যে নেশাকর বস্তু পান করে তাকে ত্বীনাতুল খাবাল পান করাবেন। ছাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কী হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহের ঘাম অথবা দেহনিঃসৃত রক্ত-পুঁজ' *(মুসলিম হা/২০০২; মিশকাত হা/ ৩৬৩৯)*।

১২. একাকী পুরুষ শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করা :

নারীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদের অন্যতম। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন 'সমস্ত দুনিয়াটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতী নারী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)*। তাই অবশ্যই তাদেরকে হেফাযতে রাখতে হবে। যে কোন মূল্যে তাদেরকে পুরুষ শিক্ষকের নিকট একাকী প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করতে হবে। তাহলে তারা বিভিন্ন প্রলোভন এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকবে।

১৩. পর্দার বিধান মেনে চলা :

পর্দার বিধান মেনে চলা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য রক্ষাকবচ। পুরুষ তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব নারীর প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। আর আল্লাহ সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত *(নূর ২৪/৩০)*। অন্যদিকে নারী তার স্বামী ব্যতীত অন্যসব পুরুষের প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং তার লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে *(নূর ২৪/৩১)*। তার সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি হজ্জের সময়ও নারী মাহরামকে (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) সাথে নিয়ে হজ্জ করবে এবং তার চেহারাসহ সর্বাঙ্গ ঢাকবে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৬৯০)*। সে একাকী পথ চলবে না এবং এমন ভাবে চলবে না যাতে তার গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় *(নূর ২৪/৩১)*। এগুলি আল্লাহ্র বিধান। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'তোমরা (নারীরা) স্বগৃহে অবস্থান কর এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। নারী ও পুরুষ আল্লাহ প্রদত্ত পর্দার বিধান মানলে একে অপরের প্রতি অন্যায়ভাবে আকৃষ্ট হতে পারবে না এবং পরিণামে নির্যাতন, খুন ও গুমের ঘটনা ঘটবে না। ফলে সমাজ শান্তিতে থাকবে। তাই পর্দার বিধান পূর্ণভাবে মেনে চলাই এ থেকে উত্তরণের উপায়।

১৪. সাংগঠনিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকা :

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةَ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হল আযাব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর শয়তান তার সাথে থাকে যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়' *(নাসাঈ হা/৪০৩৭; মিশকাত হা/১৭৩)*। তাই শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিকারের অন্যতম প্রধান উপায় হল নিজেদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক পরিচালিত সংগঠনের আওতাভুক্ত করা এবং সংগঠনকে মযবূত করা। তাহলে তারা অপরকে অত্যাচার করবে না এবং আল্লাহ্র রহমতে নিজেরা অত্যাচারিত হবে না। কারণ যারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে তাদের উপর অত্যাচার করতে কেউ সাহস করবে না।

১৫. যৌতুক প্রথা দূর করা :

একশ্রেণীর বেকার যৌতুক নির্ভরশীল যুবক বিবাহের পর যৌতুকের জন্য স্ত্রীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করে; এমনকি হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাই যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে সরকারীভাবে আইন করে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখাতে হবে। সাথে সাথে

তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তাক্বদীরের উপর বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী করে তুলতে হবে।

১৬. বেকারত্ব দূর করা :

কথায় বলে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। অলস ও বেকার যুবক পরিবার, সমাজ এবং দেশের বোঝা। যুব সমাজ বেকার থাকলে তারা নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়বে। তাই তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ, যোগ্য ও কর্মঠ জন শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে এবং তাদের উপযুক্ত কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার :

শিশুরা পরিবার ও সমাজের আনন্দের বস্তু এবং জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আর নারীরা আমাদের মা, বোন, মেয়ে ও স্ত্রী হিসাবে সম্মানের পাত্র। তাদের ভালবাসা ও সহযোগিতা ব্যতীত পুরুষ সমাজে চলতে পারবে না। তাই তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে তবে এবং সেই সাথে পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের সর্বস্তরে ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে শিশু ও নারী নির্যাতন বন্ধ হয়ে এ দেশ প্রকৃত অর্থে সোনার বাংলায় পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

'শিরকের সঙ্গে আপোষ করে কখনোই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

ভূমিকা :

শিশু-কিশোর সোনামণিরা মহান আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মতরাজির মধ্যে যেন হাস্নাহেনা নামক সুবাসিত ফুল। আধুনিক প্রযুক্তির এ যুগে শিশু-কিশোরদের মন-মগজে নৈতিকতা ও চেতনার ঢেউ খেলিয়ে প্রকৃত আদর্শ শেখাতে হয়। সুন্দরবনের সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় প্রাণী হরিণ জন্মের পর এমনিতেই লাফাতে শেখে। সিংহ, বাঘ ও হায়নাসহ হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করে। কিন্তু মানব শিশু জন্মের পর সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় থাকে। সে নিজে খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা থেকে শুরু করে কোনো কাজই করতে পারে না। তাকে ১৫-১৬ বছর পর্যন্ত হাযারও অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটু একটু করে ছিন্ন পাতায় সাজানো তরণীর মতো বড় করে তুলতে হয়। সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল-'শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদানুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর উপর ভিত্তি করে সঠিক ইসলামী জ্ঞান ও বিশুদ্ধ আক্বীদা সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশের প্রায় ৬ কোটি শিশু-কিশোরদের রাসূল (ছাঃ)-এর

আদর্শে গড়ে তুলতে পারলেই তারা হবে দেশ ও জাতির সেরা সন্তান এবং বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সেরা মানুষ। আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে গোটা বিশ্ব এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। মানুষ আর পশুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল নৈতিক মূল্যবোধ। বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তিসমূহের অপব্যবহারের ফলে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর অধিকাংশ শিশু-কিশোর ও যুবসমাজ চরম নৈতিকতার সংকটে নিপতিত হয়েছে। এই নৈতিকতার বিশুদ্ধ চেতনা একদিনে বা একটি মাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত ও বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা। যোগ্য পিতা-মাতা। স্নেহশীল পরিবার ও সৎ সংসর্গ। এমন একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তবমুখী সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সমাজের, জাতির ও দেশের সরকারের। সদ্য চোখ ফোটা শিশু যখন মোবাইল, ইন্টারনেট, ইউটিউব ও ফেসবুকের মাধ্যমে তার সামনে উদ্ভট সব পর্ণোছবি দেখে, লারে লাপ্পার গান শোনে ও নাচ-গানের আসর দেখে তখন তার ভিতরে লুক্কায়িত সুপ্ত চেতনা কোন দিকে যায় তা আমাদের বুঝতে আর বাকী থাকে না। পৃথিবীর সব শিশু-কিশোররাই তাদের সুপ্ত মনে বিভিন্ন কল্পনা আঁকে। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখে। তাদের মেধা ও মননের বিশুদ্ধ খোরাক দেওয়া পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির দায়িত্ব। ফুটন্ত গোলাপের মত পবিত্র শিশু-কিশোর সোনামণিদের মন, মগজ ও বিবেককে নৈতিকতার চেতনা সমৃদ্ধ করে দিলে সে ভালো, সুস্থ ও সুন্দর থাকবে। শয়তানী সকল কুমন্ত্রণা থেকে তারা নিজেদের বাঁচাতে পারবে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ করলে তারা দু'জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এটা প্রবেশের বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এগুলি পর্যায়ক্রমে অত্র প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশের কারণ সমূহ :

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন- মোবাইল, ইন্টারনেট, ইউটিউব ফেসবুক ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তি সমূহের আগ্রাসন ও অপব্যবহার এবং পর্ণোগ্রাফী। মঙ্গলশোভাযাত্রা, ভালোবাসা দিবস, সহ-শিক্ষা, নেশা জাতীয় দ্রব্যের সয়লাব, নিয়ন্ত্রণহীন পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের অভাব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ১০টি কারণকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে এখানে উপস্থাপন করা হল-

১. আধুনিক প্রযুক্তি সমূহের আগ্রসন ও অপব্যবহার।

২. মাদক ও নেশাকর দ্রব্যের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত যুবসমাজ।

৩. সহ-শিক্ষার কুফলতার কারণে বয়ফ্রেন্ড ও গালফ্রেন্ড গ্রহণ।

৪. অসচেতন ও নিয়ন্ত্রণহীন পারিবারিক ব্যবস্থা।

৫. ভালোবাসা দিবসের নামে অনৈতিক, অবৈধ ও নির্লজ্জ সম্পর্ক সৃষ্টি।

৬. আদর্শ ভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

৭. সিনেমা নাটকের সহজলভ্য প্রদর্শন এবং দমন পীড়ন ও সহিংসতা বৃদ্ধি।

৮. আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ীতে একাকী বার বার বেড়ানো ও অবস্থান করা।

৯. ইসলামী স্কলার, আলেম ও ইমামদের দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা ও উদাসীনতা।

১০. শিশু-কিশোর, পরিবার ও সমাজের অধিকাংশ লোকের আক্বীদা ভ্রষ্ট হওয়া।

[চলবে]

➲ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই-ই উত্তম, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকটে তোমাদের চেয়ে উত্তম' *(তিরমিযী হা/৩৮৯৫; মিশকাত হা৩২৫২)*।

➲ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি সফল কাম, যে মুসলমান হল। যে পরিমিত আহার পেল এবং তাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকল' *(মুসলিম হা/১০৫৪; মিশকাত হা/৫১৬৫)*।

শিশুর জন্ম পরবর্তী করণীয়

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।
(শেষ কিস্তি)

সন্তানদের বিবাহ প্রদান :

ইসলামী শরী'আতে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ যরূরী সুন্নাত। এতে পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। পিতা-মাতা হিসাবে উপযুক্ত কন্যার সাথে ছেলের বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। মেয়ের অভিভাবকের ক্ষেত্রে এ গুরুত্ব আরো বেশী।

সন্তানদের বিবাহ পরবর্তী পিতামাতার কর্তব্য :

অনেক পিতা-মাতা মনে করেন, সন্তানের বিয়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ। বাস্তবে কিন্তু তা নয়, বরং সন্তানদের বিবাহের পরও তাদের মঙ্গলের জন্য দিক নির্দেশনা দিতে হবে। তাদের বৈবাহিক জীবনে কোন অমঙ্গল লক্ষ করলে সে বিষয়ে সতর্ক করতে হবে। যেমনটা ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম (আঃ) তাদের অবস্থা দেখার জন্য আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তার স্ত্রীকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বের হয়েছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরবস্থা, টানাটানি ও কষ্টে আছি।

তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে জানালাম, আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নছীহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তার সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আমার পিতা, একথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের নিকট চলে যাও। একথা বলে ইসমাঈল (আঃ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। অতঃপর আবার এদের দেখতে আসলেন কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল (আঃ) এর দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধূর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং তাদের জীবন-যাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভালো ও সচ্ছল অবস্থায় আছি। সে আল্লাহ্র প্রশংসা করল। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কী? সে বলল, গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কী? সে বলল, পানি। ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করলেন। হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দিন। নবী (ছাঃ) বললেন, ঐ সময়ে তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইবরাহীম (আঃ) সে বিষয়ে তাদের জন্য দো'আ করতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা শুধু গোশত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে তখন তাকে সালাম বলবে আর তাকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করল, তিনি আমাকে আপনার

ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাকে জানিয়েছি যে, আমরা ভালো আছি। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়েছেন এবং আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, ইনিই আমার পিতা। তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*।

ঘটনাটির সারমর্মে বলা যেতে পারে, সন্তানদের বিবাহের পরও পিতা-মাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং আমৃত্যু তাদের মঙ্গলের জন্য সজাগ থাকতে হবে।

কন্যা সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার মর্যাদা :

সমাজে নারীরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও বৈষম্যের স্বীকার। কন্যা সন্তান জন্ম নিলেই পিতা-মাতার মুখ মলিন হয়ে যায়। তারা কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ কন্যা সন্তান লালন পালনে পুত্রের চেয়ে কোন অংশেই মর্যাদায় কমতি নেই। হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদা এক মহিলা তার দু'টি কন্যাকে সাথে নিয়ে আমার কাছে আসল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে তা দুই ভাগ করে তার দুই কন্যাকে দিল। তারপর সে চলে গেল। এমন সময় নবী (ছাঃ) বাড়িতে প্রবেশ করলেন। এ ঘটনাটি তার নিকট পেশ করলে, তিনি বললেন, যে ব্যাক্তি কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুক্ষীণ হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাহলে এই কন্যাগণ তার জাহান্নামের বাধা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৯)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি দু'টি কন্যার বিবাহ শাদী দেয়া পর্যন্ত লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে, তবে আমি ও সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এভাবে একত্র থাকব। এই বলে তিনি নিজের অঙ্গুলিগুলি মিলিয়ে ধরলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩)*।

কেন সৎ সন্তান প্রয়োজন :

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 'তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার' *(তাগাবুন ৬৪/১৫)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ

সম্পদ ও সন্তানদের পরীক্ষা বিশেষের কথা বলেছেন। তবে এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে, তাদের যে মহান সাফল্য রয়েছে, সে কথাও তিনি বলেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, যদি পিতা-মাতা সন্তানদের উত্তমরূপে লালন-পালন করতে পারেন, তবেই তো তারা এই সাফল্যের অধিকারী হবেন। আর মৃত্যুর পর পিতা-মাতার কবরে আমল পৌঁছানোর অন্যতম মাধ্যম হল সু-সন্তান প্রতিপালন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 'যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমল ব্যাতীত ১. ছাদাকায়ে জারিয়া ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। ৩. এমন সৎ সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*। অর্থাৎ সন্তানরা পিতা-মাতার জন্য দো'আ করবে এই বলে-

(১) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا উচ্চারণ : *(রব্বির হামহুমা কামা রববাইয়া-নী ছগীরা)* 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন' *(ইসরা ১৭/২৪)*।

(২) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا *(রব্বিগ ফিরলী ওয়ালী ওয়ালী দাইয়্যা ওয়ালিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনানও ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত-ওয়ালা তাযিদিয যালিমিনা ইল্লা তাবারা)* 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদের এবং, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল ধ্বংস বৃদ্ধি করুন' *(নূহ ৭১/২৫)*। বলা বাহুল্য যে, সৎ সন্তান হলেই তো পিতা-মাতার জন্য দো'আ করবে আর তাদের কবরে আমল পৌঁছতে থাকবে। অন্যথায় সন্তান উপকারে আসবে না।

বিস্ময়কর কিছু সন্তানের দৃষ্টান্ত :

মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমার একজন দাসী ছিল। ওহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান হিসাবে অনুরূপ রাগান্বিত হই যেভাবে তারা হয়। ফলে আমি তাকে এক থাপ্পড় মারি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এর নিকট আসলে একে তিনি অন্যায় মনে করলেন। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি কি তাকে আযাদ করব না? তিনি বললেন, তাকে আমর নিকট নিয়ে আস। আমি তাকে রাসূল (ছাঃ) এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল

(ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ সে একজন ঈমানদার মেয়ে' *(মুসলিম হা/৫৩৭)*।

মু'আয ও মু'আব্বিয বিন আফরার কৃতিত্ব :

বদরের যুদ্ধে-ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন আওফকে আনছারদের বানু সালামাহ গোত্রের কিশোর মু'আয ও মু'আব্বিয বিন আফরা পৃথকভাবে এসে জিজ্ঞেস করল চাচাজী! আবু জাহলকে দেখিয়ে দিন। সে নাকি আমাদের রাসূলকে গালি দেয়? তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে এসে চাচাজীর কানে কানে একই কথা বলল। আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেন, আমি ওদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। ফলে বাধ্য হয়ে দেখিয়ে দিলাম। তখন ওরা তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবং মু'আয প্রথম আঘাতেই আবু জাহলের পা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এ সময় তার কাঁধে ইকরিমা বিন আবু জাহলের তরবারির আঘাতে একটি হাত কেটে ঝুলতে থাকলে সে নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে এক টানে সেটাকে নিজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তার পর ছোট ভাই মু'আব্বিযের আঘাতে আবু জাহল ধরাশায়ী হলে তারা উভয়ে রাসূল (ছাঃ) এর কাছে এসে গর্বভরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আবু জাহলকে আমি হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ কি? তারা বলল না। তারপর উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ *(বুখারী হা/৩১৪১ মুসলিম হা/১৭৫২ মিশকাত হা/৪০২৮)*।

ছোট্ট বালক আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রজ্ঞা :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'একদিন ওমর (রাঃ) জ্যেষ্ঠ বদরী ছাহাবীদের নিয়ে মজলিসে আমাকে ডেকে বসালেন। এতে অনেকে সংকোচ বোধ করেন। প্রবীনতম ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বলেন, আপনি ওকে জিজ্ঞেস করবেন? অথচ ওর বয়সের ছেলেরা আমাদের ঘরে রয়েছে। ওমর (রাঃ) বললেন, সত্বর জানতে পারবেন। অতঃপর তিনি সবাইকে সূরা নাছরের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলেন। তখন সকলে প্রায় একই জবাব দিলেন যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন মক্কা বিজয় হবে, তখন যেন তওবা-ইস্তেগফার করেন। এবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ তাঁর রাসূলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসার খবর দিয়েছেন। অতঃপর বললাম, যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় অর্থ-এটাতে আপনার মৃত্যুর আলামত এসে গেছে। অতঃপর এক্ষুনি তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর। এ ব্যাখ্যা শোনার পর ওমর (রাঃ) বললেন, আপনারা আমাকে এই ছেলের ব্যাপারে তিরস্কার করছিলেন? আল্লাহ্র

কসম! হে ইবনু আব্বাস! তুমি যা বলেছ, এর বাইরে আর কোন কিছু আছে বলে আমি জানি না। এজন্য এ সূরাকে সূরা তাওদী বা বিদায় দানকারী সূরা বলা হয়। কেননা এ সূরার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) এর চির বিদায়ের ভবিষদ্বাণী করা হয়েছে' *(বুখারী হা/৩৬২৭; তিরমিযী হা/৩৩৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'একদা নবী (ছাঃ) পায়খানায় গেলেন, তখন আমি তার জন্য ওযূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেল, এটা কে রেখেছে? তাকে জানানো হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর' *(বুখারী হা/১৪৩; মুসলিম হা/২৪৭৭)*। রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আর ফলেই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে রঈসুল মুফাসসিরীন বলা হয়।

জালূত ও তালূত এর যুদ্ধে দাঊদের বীরত্ব :

আমালেকাদের বাদশাহ জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন তালূত। আর এ সেনাদলে অল্প বয়স্ক তরুণ দাঊদ ছিলেন একজন। জালূত বিরাট সাজ-সজ্জা করে হাতীতে সওয়ার হয়ে সামনে এসে প্রতিপক্ষের যোদ্ধাকে আহ্বান করতে থাকলে অল্পবয়স্ক বালক দাঊদ নিজেকে সেনাপতি তালূতের সামনে পেশ করলেন। তালূত তাকে পাঠাতে রাযী হলেন না। কিন্তু দাঊদ নাছোড় বান্দা। অবশেষে তালূত তাকে নিজের তরবারি দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং আল্লাহ্র নামে জালূতের মোকাবিলায় প্রেরণ করলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি এ ঘোষণা আগেই দিয়ে ছিলেন যে, যে ব্যক্তি জালূতকে বধ করে ফিলিস্তীন পুনরুদ্ধার করতে পারবে, তাকে রাজ্য পরিচালনায় শরীক করা হবে। অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত জালূতকে মারা খুবই কঠিন ছিল। তার সারা দেহ ছিল লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। তাই তরবারি বা বল্লম দিয়ে তাকে মারা অসম্ভব ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় দাঊদ ছিলেন পাথর ছোঁড়ায় উস্তাদ। সমবয়সীদের সাথে তিনি মাঠে গিয়ে নিশানা বরাবর পাথর মারায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। দাঊদ পকেট থেকে পাথর খণ্ড বের করে হাতীর পিঠে বসা জালূতের চক্ষু বরাবর নিশানা করে এমন জোরে মারলেন যে, তাতেই জালূতের চোখশুদ্ধ মাথা ফেটে মগয বেরিয়ে গেল। এভাবে জালূত মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার সৈন্যরা পালিয়ে গেল। যুদ্ধে তালূত বিজয় লাভ করলেন *(নবীদের কাহিনী ২/১২৪)*।

বাল্যকালে সুলায়মান (আঃ) এর দূরদর্শিতা :

(১) আল্লাহ পাক সুলায়মনকে তার বাল্যকালেই গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। একদা দু'জন লোক হযরত দাঊদের নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ

ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে হযরত দাঊদ (আঃ) শস্যক্ষেতের মালিককে তার বিনষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসাবে পুরো ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হত। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেওয়া হউক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হউক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে। হযরদ দঊদ (আঃ) রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন।

(২) আরেকটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ : দু'জন মহিলার দু'টি বাচ্চা ছিল। একদিন নেকড়ে বাঘ এসে একটি বাচ্চাকে নিয়ে যায়। তখন প্রত্যেকে বলল যে, তোমার বাচ্চা নিয়ে গেছে। যেটি আছে ওটি আমার বাচ্চা। বিষয়টি ফায়ছালার জন্য দুই মহিলা, খলীফা দাঊদ (আঃ)-এর কাছে এলো। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। তখন তারা বেরিয়ে সুলায়মানের কাছে এলো এবং সবকথা খুলে বলল। সুলায়মান তখন একটি ছুরি আনতে বললেন এবং বাচ্চাটাকে দু'টুকরা করে দু'মহিলাকে দিতে চাইলেন। তখন বয়োকনিষ্ঠ মহিলাটি বলল, ইয়ারহামুকাল্লাহ 'আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন' বাচ্চাটি ঐ মহিলার। তখন সুলায়মান কনিষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন *(বুখারী হা/৩৪২৭; মুসলিম হা/১৭২০; মিশকাত হা/৫৭১৯; নবীদের কাহিনী ২/১৩৯)*। পরিশেষে বলতে পারি, কিয়ামত হল এক বিভিষীকাময় দিবস। সেই দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ আমল বা কৃতকর্মের জন্য ব্যস্ত থাকবে। সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে, তার মাতা-পিতা, স্ত্রী ও তার সন্তান হতেও *(আবাসা ৮০/৩৩-৩৬)*। আমরা যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল ও সৎ সন্তানের দো'আর বরকতে অন্ধকারাচ্ছন্ন কিয়ামতের দিন পরিত্রাণ পেতে পারি। হে আল্লাহ আপনি আমাদের প্রতিটি পরিবারে সৎ সন্তান দান করুন! যাতে আমরা ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারি- আমীন!

'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন পৃথিবীতে একজন আল্লাহ বলার মত (প্রকৃত তাওহীদ পন্থী ঈমানদার) লোক বেঁচে থাকবে' *(মুসলিম হা/১৪৮)*।

হাদীছের গল্প

জাহান্নামের পুল

হাবীবুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একবার কয়েকজন লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন, সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের আড়ালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তোমরা অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে ঐরূপ দেখতে পাবে। আল্লাহ মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, (দুনিয়াতে) তোমরা যে যে জিনিসের ইবাদত করেছিলে সে তার সঙ্গে চলে যাও। অতএব সূর্যের পূজারী সূর্যের সঙ্গে, চন্দ্রের পূজারী চন্দ্রের সঙ্গে এবং মূর্তি পূজারী মূর্তির সঙ্গে চলে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মতের লোকেরা, যাদের মাঝে মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোক থাকবে। তারা আল্লাহকে যে আকৃতিতে জানত, তার আলাদা আকৃতিতে আল্লাহ তাদের কাছে উপস্থিত হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক। তখন তারা বলবে, আমরা তোমার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। আমাদের প্রতিপালক না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থানে থেকে যাব। আমাদের প্রতিপালক যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাকে চিনে নেব। এরপর যে আকৃতিতে তারা আল্লাহকে জানত সে আকৃতিতে তিনি তাদের কাছে উপস্থিত হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক। তখন তারা বলবে (হ্যাঁ) আপনি আমাদের প্রতিপালক। তখন তারা আল্লাহ্র অনুসরণ করবে। অতঃপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম আমি সেই পুল অতিক্রম করব। আর সেই দিন সমস্ত রাসূলের দো'আ হবে اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সেই পুলের মাঝে সা'দান নামক গাছের কাঁটার মত কাঁটা থাকবে। তোমরা কি সা'দানের কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, এ কাঁটাগুলি সা'দানের কাঁটার মতই হবে, তবে তা যে কত বড় হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সে কাঁটাগুলি মানুষকে তাদের আমল অনুসারে ছিনিয়ে নেবে। তাদের মাঝে কতক লোক এমন হবে, যে তাদের আমলের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কতক লোক এমন হবে, যে তাদের আমল হবে সরিষার মত নগণ্য। তবুও তারা নাজাত পাবে। এমন কি

আল্লাহ বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করবেন এবং لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ এর সাক্ষ্যদাতাদের থেকে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন আল্লাহ তাদেরকে বের করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন। সিজদাহ্র চিহ্ন দেখে ফেরেশতারা তাদেরকে চিনতে পারবে। আর আল্লাহ বনূ আদমের ঐ সিজদাহ্র স্থানগুলিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। কাজেই ফেরেশতারা তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করবেন যে, তখন তাদের দেহ থাকবে কয়লার মত। তারপর তাদের দেহে পানি ঢেলে দেয়া হবে। যাকে বলা হয় 'মাউল হায়াত' জীবন-বারি। সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা আবর্জনায় যেমন গাছ জন্মায়, পরে এগুলি যেমন সজীব হয় তারাও সেরকম সজীব হয়ে যাবে। এ সময় জাহান্নামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু! জাহান্নামের লু হাওয়া আমাকে ঝলসে দিয়েছে, এর তেজ আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি আর অন্যটি চাইবে? লোকটি বলবে না। আল্লাহ তোমার ইয্যতের কসম! আর অন্যটি চাইব না। তখন তার চেহারাটা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে জান্নাতের কাছে পৌঁছে দাও। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি বলনি যে, তুমি আমার কাছে আর অন্য কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদম সন্তান! তুমি বড়ই বিশ্বাসঘাতক! সে এরূপই প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে চাইবে? লোকটি বলবে, না তোমার ইয্যতের কসম! অন্যটি আর চাইব না। তখন সে আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করবে যে, সে আর কিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতের দরজার নিকট পৌঁছে দিবেন। সে তখন জান্নাতের ভিতরের নে'মতগুলি দেখতে পাবে, আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি কি বল নাই যে, তুমি আর কিছুই চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদম সন্তান! তুমি কতই না বিশ্বাসঘাতক! লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টি জীবের মাঝে সবচেয়ে হতভাগ্য কর না। এভাবে সে চাইতেই থাকবে। শেষে আল্লাহ হেসে দিবেন। আর আল্লাহ যখন হেসে দিবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তোমার যা ইচ্ছা হয়

আমার কাছে চাও। সে চাইবে, এমনকি তার সব চাহিদা ফুরিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, এগুলি তোমার এবং আরো এতটা তোমার। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ঐ লোকটি হচ্ছে সবশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী *(বুখারী হা/৬৫৭৩)*।

শিক্ষা :

১. *আল্লাহ্র আকার আছে। তিনি নিরাকার নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই (ইখলাছ ১১২/৪)।*

২. *জাহান্নামের হাওয়া বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। তাই সৎ আমলের মাধ্যমে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।*

৩. *আল্লাহ্র রহমত অনেক বেশী। তা থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না।*

'সোনামণি'-এর ৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।
(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।
(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।
(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।
(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

১৭. নতুন কাপড় পরিধানকালে দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ-

উচ্চারণ : *আলহাম্দুলিল্লা-হিল্লাযি কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন।*

অনুবাদ : 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এটি প্রদান করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এটা পাঠ করে, আল্লাহ তার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩)*।

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'গোড়ালীর নিচে কাপড় যতটুক যাবে ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*। কিন্তু মহিলারা গোড়ালীর নিচেও কাপড় পরিধান করতে পারবেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৩৩৪-৩৫)*।

(খ) তিনি বলেন, 'তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা এটি তোমাদের উত্তম পোষাক সমূহের অন্যতম'... *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৩৮)*।

১৮. (ক) বিবাহের পর নবদম্পতির জন্য দো'আ :

بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ -

উচ্চরণ : *বা-রাকাল্লা-হু লাকুমা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন।*

অনুবাদ : 'এই বিবাহে আল্লাহ তোমাদের জন্য বরকত দান করুন ও তোমাদের উপর বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণের সাথে একত্রিত করুন' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২৪৪৫)*। **অথবা বলবে,** اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম* (হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে বরকত দাও)। বিয়ের খবর শুনে **বরকে বলবে,** بَارَكَ اللهُ لَكَ *বা-রাকাল্লা-হু লাকা* (আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন!) *(ইবনু মাজাহ হা/১৯০৬-০৭)*।

উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকে নবদম্পতির উদ্দেশ্যে উক্ত দো'আ পড়বেন। এ সময় দু'হাত তুলে সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত করার প্রথাটি ভিত্তিহীন এবং এসময় বরের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার প্রথাটিও প্রমাণহীন।

(খ) বিবাহের পর স্ত্রীর জন্য স্বামীর দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি মা জাবালতাহা 'আলাইহি।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল চাই এবং তার সেই কল্যাণময় স্বভাব প্রার্থনা করি, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং সেই মন্দ স্বভাবের অনিষ্ট হতে, যা দিয়ে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ'। এই সময় স্ত্রীর কপালের চুল ধরে স্বামী উক্ত বরকতের দো'আটি করবে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬)*। এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়াশীল হয়ে দাম্পত্য জীবন যাপন করার ইঙ্গিত রয়েছে।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৯০-২৯২)।

'প্রকৃত ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়। কপট, শিথিল বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদীদের মাধ্যমে নয়। তাদের দুনিয়াবী জৌলুস যতই থাক না কেন'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

গল্পে জাগে প্রতিভা

বড় হওয়া

সুমাইয়া ইসলাম, শিক্ষিকা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একদা বৃদ্ধ দাদু তার কয়েকজন নাতনীকে নিয়ে বাগানে ঘুরছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। দাদু হঠাৎ গাছ থেকে একটি ডাল ভাঙ্গলেন এবং তা তার নাতনীদের হাতে দিলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি কেউ পারবে, ডালটিকে না ভেঙ্গে ছোট করতে'? তারা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করল। অতঃপর দাদু গাছ থেকে আরেকটি ডাল ভাঙ্গলেন। যা ছিল আগের ডালের চেয়ে তুলনামূলক বড় আকৃতির। প্রথম ডালটি না ভেঙ্গে এবার দ্বিতীয় ডালের চেয়ে ছোট হয়ে গেল।...

দাদুভাই হাসতে হাসতে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বিষয়টা বুঝে পেরেছ? কাউকে ছোট করতে বা তাকে হারাতে হলে কোনোরূপ স্পর্শ ছাড়াও তা করা সম্ভব! তোমরা তোমাদের নিজেকে সময় দাও, মহান ব্যক্তিত্বের অনুসরণ কর, আর অন্যের সমালোচনা করে তাকে ছোট করতে হবে না। তুমি যদি নিজে বড় হও তাহলে সে এমনিতেই ছোট হয়ে যাবে।

শিক্ষা :

১. মহৎ ব্যক্তিত্ব তথা নবী-রাসূলের জীবনী অনুসরণের মধ্যে রয়েছে নিজে মহান হওয়ার পাথেয়।

২. অন্যের সমালোচনা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

৩. তুমি তখনই বড় হতে পারবে, যদি অন্যকে ছোট না কর।

দয়ালু কুকুর

মাবিয়া খাতুন, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক গ্রামে বাস করত একটি কুকুর। তাকে গ্রামের কেউ দেখতে পারত না। দেখলেই পাথর, ইট ইত্যাদি নিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারত। একদিন কুকুরটি কান্না করতে করতে ঠিক করল এই গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে। কুকুরটি ছিল অনেক দয়ালু। সে যাওয়ার পথে দেখল, সেই গ্রামের এক বৃদ্ধ মহিলার মুরগীকে শিয়াল ধাওয়া করছে, কুকুরটি দেখে সহ্য করতে না পেরে শিয়ালের সামনে দাঁড়াল। শিয়ালটি ভয়ে দ্রুত জঙ্গলে পালিয়ে গেল। বৃদ্ধ মহিলাটি এ দৃশ্য দেখে হতবাক হল। এ কি! এতো অনেক মানুষের চেয়ে ভাল। তাই সে কুকুরটিকে ধন্যবাদ দিল। আর এই ঘটনাটি গ্রামের মানুষকে জানালো। যারা কুকুরটিকে মারতো তারা লজ্জিত হয়ে বলল, আমরা আর কখনো এরূপ খারাপ আচরণ করবো না। এ শুনে কুকুরটি

অনেক খুশি হল। এর পর থেকে কুকুটির ভয়ে ঐ গ্রামে আর কখনো শিয়াল প্রবেশ করেনি। এখন কুকুটি সবার কাছে অনেক প্রিয় ও আদরের।

শিক্ষা :

১. পশু-প্রাণীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। কখনো খারাপ আচরণ করা যাবে না।

২. পশু-প্রাণী আমাদের অলক্ষে অনেক উপকার করে যা আমাদের অজানা।

কুরআন বুঝে পাঠ করা

আইয়ূব, ৮ম শ্রেণী
দারুলহাদীছ আহমাদিইয়াহ সালাফিইয়াহ মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

এক ছেলে বাড়ীর পার্শ্ববর্তী মাদরাসায় পড়ত। সে একদিন কুরআন মাজীদের সূরা বনু ইস্রাঈলের ২৩ ও ২৪ আয়াত তেলাওয়াত করছিল, যার অর্থ : 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন'। কিন্তু আয়াতদ্বয়ের অর্থ ছেলেটির জানা ছিল না। ঠিক সেই সময় তার পিতা শিক্ষকের মাধ্যমে, তাকে ফোন করে বলেন, বাবা বাড়ীতে মেহমান এসেছে আমি ব্যস্ত আছি। তাই তোমাকে অল্প সময়ের জন্য বাড়ী আসতে হবে। ছেলে বলল, মেহমানের ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারব না। আমি এখন কুরআন তেলাওয়াত করছি। এ বলে ফোন কেটে দিল। বাবা আবার ফোন দিলেন। ছেলে ফোন ধরে রেগে বলল, বলছি না যে, আমি কিছুই করতে পারব না। এতে পিতা অত্যন্ত কষ্ট পেলেন। মনের কষ্ট মনে রেখে নিজেই সাধ্যমত মেহমানকে আপ্যায়ন করলেন। আর বললেন, আহ! এমন সন্তান আর কারো ঘরে যেন না আসে।

শিক্ষা :

কুরআন বুঝে পড়লে পিতা-মাতার সাথে কেউ মন্দ আচরণ করতে পারবে না। তাই কুরআন হাদীছ অর্থ বুঝে পড়তে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
আমাকে আল্লাহ্র পথে যেভাবে ভীত করা হয়েছে এমনটি কাউকে করা হয়নি। আমি আল্লাহ্র পথে যেভাবে নির্যাতিত হয়েছি, এমনটি কেউ হয়নি। মাসের ত্রিশটি দিন ও রাত আমার ও আমার পরিবারের কোন খাদ্য জোটেনি। বেলালের বগলে যতটুকু লুকানো সম্ভব ততটুকু খাদ্য ব্যতীত' *(তিরমিযী হা/২৪৭২)।*

ক বি তা গু চ্ছ

আমাদের শিশু

শফীকুল ইসলাম
কনইল, সদর, নওগাঁ।

আমাদের শিশু আমাদের ভাই
হয়তো বা কারো বোন,
পথে ঠেলে দেব কেন ঘাড় ধরে
ওরা যে দেশের ধন।
আজকের শিশু আগামী দিনের
দেশ গড়া কারিগর,
রাস্তায় কেন বড় হবে ওরা
ছেড়ে নিজ বাড়ি-ঘর।
সব শিশুদের যত্ন নিই গো
নাহি করি অবহেলা,
শিশুদের নিয়ে নাহি করি যেন
পুতুলের মত খেলা।
আজকের শিশু আজকের হেলা
হবে সেতো অভিশাপ,
ওদের জীবন সাঙ্গ করলে
হবে পরে অনুতাপ।

সোনামণিদের আহ্বান

আফযাল হোসাইন
হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

সোনামণি ঘুমিয়ো না ওঠো
ফ্রেস হয়ে নাশতা করে পাঠশালাতে ছুটো।
বেশী ঘুম ভালো নয়, আলসেমি জাগে
অলসতা সহজে নিবে তোমায় বাগে।
পড়ার সময়ে পড়া কর খেলার সময়ে খেলা
কাজে কর্মে কভু তুমি কর নাকো হেলা।
ভয় পেয়না ভয় পেয়না, নয়তো কঠিন পড়া
আছে মজা ভীষণ তাতে পড় বেশী ছড়া।
বই পড়ে বড় হও মানুষ হও ভালো
তুমিতো সোনামণি জগৎ কর আলো।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকো সর্বদা
মানুষের দিতে জানো সম মর্যাদা।
পড়াশোনা পরিশ্রমে অধিক সময় থাকো
বড় হয়ে মানুষ হবে সেই ছবি আঁকো।
ফুলবনে মধুবনে খেলো তোমরা সবে
মজা করে ফিরো সবাই সন্ধ্যা নামে যবে।

প্রবৃত্তির অনুসরণ

নাজমুন নাহার, কুল্লিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রবৃত্তির অনুসরণে করছো পাপের কাজ
চলছো তুমি শয়তানের পথে পাবে অনেক লাজ।
প্রবৃত্তির নেশায় পড়ে দেখছো দুনিয়ার মেলা
দুনিয়াটা হাতের মুঠোই দেখছো সবের খেলা।
বন্ধু বান্ধব এক সাথে করছো বাজে গল্প
স্রোতের মতো যাচ্ছে সময় জীবনের আয়ু অল্প।
ফেসবুক আর ইন্টরনেটে করছো সময় নষ্ট
এভাবে জীবন চালালে পরকালে হবে কষ্ট।
আনন্দে মেতে মনে করছো এগুলি অনেক ভালো
উভয় জগতে তোমার জীবনে নামবে আঁধার কালো।
দুনিয়া পূজারী হয়ে এখন আছো তুমি বেহুঁশ
ফিরবে কখন তোমার জীবনে আসবে কবে হুঁশ।
সময় আছে ফিরে এসো তওবা করো আজ
পরকালে জান্নাতের জন্য করো ভালো কাজ।

রোহিঙ্গা

আফরিনা ইসরাত, ১০ম শ্রেণী
পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
পঞ্চগড়।

রোহিঙ্গারা নির্যাতিত হচ্ছে মিয়ানমারে
এমন সব অত্যাচার কি মানুষ করতে পারে?
নাফ নদীতে ভেসে ভেসে আসছে কত লাশ
জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়েছে তাদের সব আবাস।
বার্মা সরকার করুণভাবে হত্যা করছে তাদের
আগুনেতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে যখন ইচ্ছা যাদের।
আল্লাহ তুমি রক্ষা কর রোহিঙ্গাদের,
এক করে দাও সব মুসলমানদের।
রোহিঙ্গারা মোদের মুসলিম ভাই-বোন
তাদের পাশে দাঁড়াতে করি এসো সবাই পণ।
আল্লাহ্র বন্ধুদের সাথে লড়াই করে যারা
অভিশপ্ত হবেই তারা খাইবে একদিন ধরা।

কবর

আব্দুল আউয়াল
পানিশাইল, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

ঐ দেখা যায় কবর স্থান
ঐ আমাদের ঘর
ঐ খানেতে থাকতে হবে
সারা জীবন ভর।
ও কবর তুই চাস কি?
টাকা পয়সা নিস কি?
ঘুষ আমি খাই না
মুমিন বান্দা পাইনা,
একটা যদি পাই
ওমনি তাকে জান্নাতে পাঠাই।

হরেক রকম মাছ

কাযী রফীক
শহর খালিশপুর, খুলনা।

বোয়াল মাছের চোয়াল বড়ো
কালবাউশের ঢাউস লেজ,
কাতলা মাছের মাথা বড়ো
মাগুর মাছের বেজায় তেজ।
চিতল মাছের দেহ সাদা
পাবদা-পুঁটি দেখছি ওই,
দেখতে ভালো মাছটি চাঁদা
দেখতে কালো শিং-কই।
মাছের রাজা ইলিশ মাছের
আছে গায়ে অনেক আঁশ,
বাইন মাছটি লম্ব গোছের
কাদার মধ্যে করে বাস।
ট্যাংরা মাছের কাঁটা আছে
শোল-গজারের ভয়াল রূপ,
কয় না কথা নয়না মাছে
পানির তলায় থাকে চুপ।
আরো অনেক মাছ আছে যে
পানির ভেতর সাঁতার দেয়,
সব মাছেরা স্রোতে ভেসে
এদিক থেকে সেদিক যায়।

আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতে, তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত'

(আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

এ ক টু খা নি হা সি

মা ও ছেলের মধ্যে কথা হচ্ছে

ফয়যুল ইসলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
দারুলহাদীছ আহমাদিইয়াহ সালাফিইয়াহ মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

প্রতিদিন ছেলে তার মায়ের কাছ থেকে পকেট খরচ নেয়...

ছেলে : মা আমাকে আজকের পকেট খরচ দাও।

মা : তুমি কাল থেকে লুঙ্গি পরবে।

ছেলে : কেন মা?

মা : কারণ লুঙ্গির কোনো পকেট নেই। তাহলে তোমার কোনো পকেট খরচ লাগবে না।

শিক্ষা :

১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা অপচয়।

২. অপচকারীরা শয়তানের ভাই। তাই প্রতিদিন পকেট খরচের নামে টাকা-পয়সা অপচয় করা যাবে না।

মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে কথা হচ্ছে

হানীফা আক্তার, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কর্মচারী মালিকের ঘরের দরজার সামনে এসে বলল, স্যার আসতে পারি?

মালিক : হ্যাঁ মাহমূদ ভিতরে এসো।

কর্মচারী : স্যার আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।

মালিক : হ্যাঁ বল।

কর্মচারী : স্যার আমার চাকুরীর দরকার।

মালিক : ঠিক আছে। তবে কোন সময় মন খারাপ করে থাকা যাবে না। সব সময় হাসি খুশি থাকতে হবে।

কর্মচারী : জি স্যার। চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

কয়েক দিন পর...

কর্মচারী : মালিককে ফোন করে হাসতে হাসতে বলল, স্যার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মালিক : কী দুর্ঘটনা ঘটেছে মাহমূদ?

কর্মচারী : আবারো হাসতে হাসতে বলল, আপনার ছেলে একসিডেন্ট করেছে।

মালিক : চমকে উঠে বলল, কি?

কর্মচারী : হ্যাঁ স্যার সত্যিই বলছি। এ বলে হাসতে হাসতে ফোন কেটে দিল।

শিক্ষা :

সব সময় মন খারাপ করে থাকাও ঠিক নয়। তেমনি সব জায়গায় হাসাও উচিত নয়।

প্লেনে আরহণ

আকিব হোসাইন, ৯ম শ্রেণী
দারুলহাদীছ আহমাদিইয়াহ সালাফিইয়াহ মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

প্লেনে আরোহণ করা এক নতুন লোক ও অভিজ্ঞ লোকের মধ্যে কথা হচ্ছে

নতুন লোক : প্লেনে বসে প্লেন ছাড়ার আগেই জানালা দিয়ে বাইরে পিঁপড়া দেখে বলল, ভাই এগুলি কিন্তু মানুষ। কেননা প্লেনে চড়লে মানুষকে পিঁপড়ার মতো ছোট দেখা যায়।

অভিজ্ঞ লোক : একটু হেসে... না ভাই আপনি যা দেখছেন তা সত্যিকারের পিঁপড়া। কারণ প্লেন এখনো ছাড়েনি।

শিক্ষা :

উড়ন্ত প্লেন ও মাটিতে অবস্থানরত প্লেনের অবস্থা এক নয়। অবস্থানভেদে বস্তু ছোট-বড় দেখা যায়। তাই অবস্থা বুঝে কথা বলতে হবে।

বুদ্ধি

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী

(দুই ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে। প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট থেকে বুদ্ধি চাচ্ছে)

প্রথম ব্যক্তি : ভাই! আমাকে একটা বুদ্ধি দাও তো!

'কিভাবে কাজ করলে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আরে ভাই, এটা জিজ্ঞেসা করতে হয়? জুতো দিয়ে পিটিয়ে মারলেই তো হয়।

শিক্ষা : *বাগধারা এবং প্রবাদ বাক্যের অর্থ বুঝে কাজ করতে হবে।*

দুই মাতাল

(একদিন দুই মাতাল নদীতে গিয়ে নৌকায় উঠে দেখল নৌকায় পানি উঠছে)

প্রথম মাতাল : দেখ, একটা ফুটো দিয়ে নৌকায় পানি উঠছে। এখন উপায়!

দ্বিতীয় মাতাল : আরে এতো চিন্তা কিসের? নৌকার মধ্যে আরেকটা ফুটো করে দাও। তাহলে পানি সব বেরিয়ে যাবে।

শিক্ষা :

১. *কথায় বলে পাগলে কী-না বলে, ছাগলে কী-না খায়।*

২. *মাতালের সব কথা মানতে নাই।*

আমার দেশ

ঐতিহাসিক বাঘা মসজিদ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ইতিহাস :

মসজিদটি ১৫২৩-১৫২৪ সালে (৯৩০ হিজরী) হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন শাহের পুত্র সুলতান নুসরাত শাহ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় এই মসজিদের সংস্কার করা হয় এবং মসজিদের গম্বুজগুলি ভেঙ্গে গেলে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে নতুন করে ছাদ দেওয়া হয় ১৮৯৭ সালে।

অবস্থান :

বাঘা মসজিদ রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৪০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা উপযেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। এটি বেশ ভালোভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। ইটের দেয়াল ঘেরা ৪৮.৭৭ মিটার বর্গাকার চত্বরের মধ্যে বেশ বড় আকারের একটি পুকুরের পশ্চিম পাড়ে মসজিদটি নির্মিত।

স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য :

সমভূমি থেকে ৮-১০ ফুট উঁচুতে মসজিদের আঙিনা তৈরি করা হয়েছে। উত্তর পাশের ফটকের ওপরের স্তম্ভ ও কারুকাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মসজিদটিতে ১০টি গম্বুজ আছে। আর ভেতরে রয়েছে ৬টি স্তম্ভ। মসজিদটিতে ৪টি মেহরাব রয়েছে যা অত্যন্ত কারুকার্য খচিত। দৈর্ঘ্য ৭৫ ফুট, প্রস্থ ৪২ ফুট ও উচ্চতা ২৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। দেয়াল চওড়া ৮ ফুট গম্বুজের ব্যাস ৪২ ফুট, উচ্চতা ১২ ফুট। চৌচালা গম্বুজের ব্যাস ২০ ফুট উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। মাঝখানের দরজার ওপর ফার্সি ভাষায় লেখা একটি শিলালিপি রয়েছে। মসজিদটির গাঁথুনি চুন-সুরকি দিয়ে। ভেতরে এবং বাইরের দেয়ালে মেহরাব ও স্তম্ভ রয়েছে। মসজিদটিতে ৪টি মিনার (যার শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতির) এবং ৫টি প্রবেশদ্বার রয়েছে। এই মসজিদটি চারদিক হতে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং প্রাচীরের দু'দিকে দু'টি প্রবেশদ্বার রয়েছে। মসজিদের ভিতরে-বাইরে সর্বত্রই টেরাকোটার নকশা বর্তমান। মসজিদের পাশে অবস্থিত বিশাল দিঘী ও একটি দর্শনীয় স্থান।

বাঘা মসজিদ-এর টেরাকোটা

বাঘা মসজিদটির গাঁথুনি চুন এবং সুরকি দিয়ে। মসজিদের ভেতরে এবং বাইরের দেয়ালে সুন্দর মেহরাব ও স্তম্ভ রয়েছে। এছাড়া আছে পোড়ামাটির অসংখ্য কারুকাজ যার ভেতরে রয়েছে আমগাছ, শাপলা ফুল, লতাপাতাসহ ফার্সি খোদাই শিল্পে ব্যবহৃত হাযার রকম কারুকাজ। এছাড়া মসজিদ প্রাঙ্গণের উত্তর পাশেই রয়েছে হযরত শাহদৌলা ও তার পাঁচ সঙ্গীর মাযার। বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ-এর পুত্র নাছিরুদ্দীন নুসরাত শাহ জনকল্যাণার্থে মসজিদের সামনেই একটি দিঘী খনন করেন। শাহী মসজিদ সংলগ্ন এ দিঘীটি ৫২ বিঘা জমির ওপর রয়েছে। এই দিঘীর চারপাশে রয়েছে সারিবদ্ধ নারিকেল গাছ। প্রতিবছর শীতের সময় এ দিঘীতে অসংখ্য অতিথি পাখির কলতানে এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে দিঘীটির চারটি বাঁধানো পাড় নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ মসজিদ সংলগ্ন জহর খাকী পীরের মাযার রয়েছে। মূল মাযারের উত্তর পাশে রয়েছে তার কবর। এ ছাড়া মসজিদ সংলগ্ন মাটির নিচ থেকে মহল পুকুর আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯৭ সালে মাযারের পশ্চিম পাশে খনন কাজের ফলে ৩০ ফুট বাই ২০ ফুট আয়তনের একটি বাঁধানো মহল পুকুরের সন্ধান মিলেছে। এই পুকুরটি একটি সুড়ঙ্গপথ দিয়ে অন্দরমহলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিন দিক থেকে বাঁধানো সিঁড়ির ভেতরে নেমে গেছে। মসজিদের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে প্রচুর পোড়ামাটির ফলক। মসজিদের ভেতরে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটু উঁচুতে নির্মিত একটি বিশেষ ছালাতের কক্ষ আছে। এ মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবছর ঈদুল ফিতরের দিন থেকে ৩ দিন পর্যন্ত 'বাঘার মেলা'র আয়োজন করা হয়। এ মেলাটি ৫০০ বছরের ঐতিহ্য।

রহস্যময় পৃথিবী

পৃথিবীর সবচেয়ে গোপনীয় ও রহস্যময় জায়গা

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।

বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ এই পৃথিবীর নানা অজানা রহস্য ভেদ করছে। কিন্তু চাইলেই কি পৃথিবীর সব গোপনীয়তা ভেদ করা সম্ভব? উত্তরটা অবশ্যই না। পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলিতে চাইলেও কখনোই যাওয়া যায় না, জানা যায় না কি হচ্ছে সেখানে, আর কেনইবা এত সব গোপনীয়তা? আজকে এমনি কিছু রহস্যময় জায়গা নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

মস্কো মেট্রো-২ :

এটি রাশিয়ায় অবস্থিত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আণ্ডারগ্রাউণ্ড সিটি। কিন্তু এখন পর্যন্ত রাশিয়া সরকারের তরফ থেকে এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। স্তালিনের আমলে এটি তৈরি করা হয়েছিল। পৃথিবীর গোপনীয় ও রহস্য ঘেরা জায়গাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। মানুষ এই জায়গায় যাওয়া তো দূরে কথা, এখনো এই সম্পর্কে ভাল করে কিছু জানেই না।

এরিয়া ৫১ :

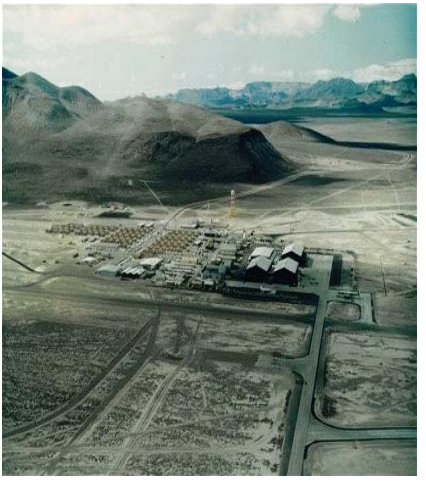

যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদাই অবস্থিত এই জায়গাটি নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ এখনো একটা ঘোরের মধ্যে আছে। এটি একটি মিলিটারি বেইজ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে গোপন এলাকাগুলির একটা। এর এরিয়ার বাইরেও একটা বিশাল এলাকা জুড়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কি করা হয় ওখানে? পৃথিবীর একটা বিশাল অংশ মানুষের ধারণা ওখানে এলিয়েন নিয়ে গবেষণা করা হয়। অনেক মানুষ এলিয়েনদের সাথে যোগাযোগ করা গেছে বলেও বিশ্বাস করে।

ক্লাব ৩৩- ডিজনিল্যান্ড :

সারা বিশ্বের মানুষের জন্য ডিজনিল্যান্ড একটি বিনোদনের জায়গা। পুরো জায়গাটিই সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত শুধুমাত্র ক্লাব ৩৩ ছাড়া। খুব রেস্ট্রিক্টেড করে রাখা হয়েছে ওই জায়গাটি। স্বয়ং ওয়াল্ট ডিজনি এই ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাতা। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হল আপনি যদি এই ক্লাবটির সদস্য হতে আজকে আবেদন করেন, তাহলে প্রায় ১৪ বছর সময় লাগবে।

ইজে গ্রাণ্ড শ্রিন : জাপান

জাপানের সবচেয়ে গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান। খ্রিস্টপূর্ব ৪ অব্দে এটি নির্মাণ করা হয় বলে ধারণা করা হয়। জাপানের রাজকীয় পরিবার আর প্রিন্স ছাড়া এতটা কাল এখানে আজ পর্যন্ত কেউ প্রবেশ করতে পারেনি। এই শ্রিনটি প্রতি ২০ বছর পরে ভেঙে আবার নতুন করে নির্মাণ করা হয়। কেন এত গোপনীয়তা? ইতিহাসবিদদের মতে এককালের জাপানিজ সাম্রাজ্যের অনেক পুরনো মূল্যবান নথিপত্র ওখানে লুক্কায়িত আছে, যেগুলি বিশ্বের সামনে আগে কখনোই আসেনি।

রহস্যময় প্রাচীন ভাষা যার পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি

১৯ জুলাই ১৭৯৯ সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় রোসেটা স্টোন। এই পাথরে প্রাচীন গ্রিক ও মিসরীয় ভাষায় যেসব লিপি ছিল সেসবের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনো এমন অনেক প্রাচীন ভাষার লেখা রয়েছে যেগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। আসুন জেনে নেই এই রহস্যময় লিপিগুলির পরিচিতি।

১. মেরোয়াতিক স্ক্রিপ্ট :

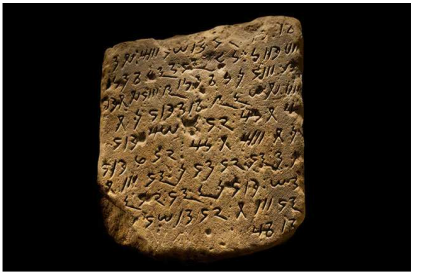

৩৫০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদানের মেরো নগরে ছিল কুশ রাজ্য। এই রাজ্যের লোকেরা মেরোয়াতিক ভাষায় লেখালেখি করত। এই ভাষায় দু'টি লিপি ছিল- টানা-লেখা এবং চিত্রলিপি। দু'টি লিপিই এসেছে মিসরীয়

ভাষার লিপি থেকে। ১৯০৭-১৯১১ সালে এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা হয়। কিন্তু এই ভাষার পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন এখনো সম্ভব হয়নি। আর ভাষার পূর্ণ বুঝ ছাড়া এই ভাষার বইগুলির অনুবাদও সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই ভাষাটি কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তা উদ্ধার করা গেছে। এটি নাইলো-সাহারান ভাষাগোষ্ঠীর উত্তর পূর্ব শাখার সদস্য।

২. লাইনিয়ার অ্যা :

এটি ছিল প্রাচীন মিনোয়ানদের ব্যবহৃত একটি লেখার পদ্ধতি। ক্রিট দ্বীপে ২৫০০ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে এই সভ্যতার বিকাশ। প্রায় ১০০ বছর আগে মিনোয়ান নগর নোসোস এ খনন চালিয়ে এই ভাষার লিপির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। ৩,৫০০ বছর আগে থেরাদের উত্থানে মিনোয়ান সভ্যতার পতন ঘটে। নতুন এই জনগোষ্ঠীকে বলা হয় মাইসেনিয়ান। তারা মিনোয়ানদের পরাস্ত করে ক্রিটের ক্ষমতা দখল করে এবং নিজস্ব লিখন পদ্ধতি চালু করে যাকে বলা হয় লাইনিয়ার বি, যার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

৩. প্রোটো-এলামাইট :

ইরানে ৫ হাযার বছর আগে ব্যবহৃত হত এই লিখন পদ্ধতি। মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষাগুলির একটি এই লিখন পদ্ধতির পুরোপুরি পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভভ হয়নি। ফ্রান্সের ল্যুভর যাদুঘরে এই ভাষার বেশ কয়েকটি টেক্সট রয়েছে। ২০১৩ সালে এই টেক্সটগুলি ডিজিটাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে হয়তো বিজ্ঞানীরা আরো সহজে এই টেক্সটগুলিতে প্রবেশাধিকার পাবেন।

৪. সাইপ্রো-মিনোয়ান :

খ্রিস্টপূর্ব ১৬ এবং ১১ শতকে সাইপ্রাসে ব্যবহৃত হত এই লিপি। এই ভাষার ২০০ টেক্সট টিকে আছে। আর এসব টেক্সটের বেশীরভাগই খুব সংক্ষিপ্ত। আর এ কারণেই এগুলির পাঠোদ্ধার কঠিন হয়ে পড়েছে। কোনো বিষয় একই সঙ্গে এই ভাষায় লেখা এবং অন্য কোনো জানা ভাষায় তার অনুবাদ করা টেক্সট আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই ভাষার পাঠোদ্ধার সম্ভব হবে না।

সাহিত্যাঙ্গন

বাংলা ব্যাকরণ

সংগ্রহে : মাযহারুল ইসলাম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➡ বাংলা ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?

উ : ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান; বলা ও লেখায় শুদ্ধভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন।

➡ ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত রূপ কী?

উ : বি + আ + √কৃ + অন।

➡ ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কী?

উ : বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

➡ মৌলিক ধ্বনিগুলি কয়ভাবে বিভক্ত?

উ : দুইভাগে। স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি।

➡ স্বরধ্বনি কাকে কলে?

উ : যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহ অন্য কোনো ধ্বনির সংমিশ্রণ বা সহায়তা ছাড়া স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় সেগুলিকে স্বরধ্বনি বলে।

➡ বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি ও কী কী?

উ : ১১টি। যথা : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

➡ মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী?

উ : ৭টি যথা : অ আ ই উ এ অ্যা ও।

➡ যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী?

উ : ২টি যথা : ঐ ঔ।

➡ বর্ণ কাকে বলে?

উ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলা হয়।

দেশপরিচিতি

জাপান

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : স্টেট অব জাপান।

রাজধানী : টোকিও।

আয়তন : ৩,৭৭,৮৭৩ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ১২.৬৩ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ০.১%।

ভাষা : জাপানিজ।

মুদ্রা : ইয়েন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : নাস্তিক (৫৭.০%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৯%।

মুসলিম হার : ২%।

মাথাপিছু আয় : ৩৭,২৬৮ মার্কিন ডলার

গড় আয়ু : ৮৩.৭ বছর।

জাতীয় দিবস : ২৯শে এপ্রিল।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৬ সাল।

বিশ্বাস ও কর্মের পরিবর্তন ব্যতীত সমাজের কাংখিত পরিবর্তন সম্ভব নয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

যে লা প রি চি তি

রাজবাড়ী

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১লা মার্চ ১৯৮৪ সালে।

সীমা : রাজবাড়ী যেলার পূর্বে মানিকগঞ্জ, পশ্চিমে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ, উত্তরে পাবনা এবং দক্ষিণে ফরিদপুর ও মাগুরা যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,০৯২.২৮ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৯টি। ফরিদপুর সদর, সদরপুর, মধুখালী, চরভদ্রাসন, বোয়ালমারী, ভাঙ্গা, নগরকান্দা, আলফাডাঙ্গা ও সালথা।

পৌরসভা : ৬টি। ফরিদপুর, ভাঙ্গা, নগরকান্দা, বোয়ালমারী, মধুখালী ও আলফাডাঙ্গা ।

ইউনিয়ন : ৮১টি।

গ্রাম : ১,৮৯৯টি ।

উল্লেখযোগ্য নদী : পদ্মা, মধুমতি, কুমার, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমারখালী গড়াই সেতু ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : নওয়াব আব্দুল লতীফ (বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত), জসীম উদ্‌দীন (পল্লীকবি), ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ (বীরশ্রেষ্ঠ), সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন (জন্ম কুষ্টিয়া)।

আন্তর্জাতিক পাতা

কতিপয় ভৌগোলিক উপনাম

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উপনাম	দেশ বা স্থান
মন্দিরের শহর	বেনারস (ভারত)
সম্মেলনের শহর	জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)
নিশ্চুপ সড়ক শহর	ভেনিস (ইতালি)
পবিত্র পাহাড়	ফুজিয়ামা (জাপান)
পোপের শহর	ভ্যাটিকান সিটি
চির শান্তির শহর	রোম (ইতালি)
সাত পাহাড়ের শহর	রোম (ইতালি)
আলোর শহর	প্যারিস (ফ্রান্স)
সোনার অন্তঃপুর	ইস্তম্বুল (তুরস্ক)
সাদা শহর	বেলগ্রেড (সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো)
বাজারের শহর	কায়রো (মিসর)
রৌপ্যের শহর	আলজিয়ার্স (আলজেরিয়া)
গননচুম্বী অট্টালিকার শহর	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
উদ্যানের শহর	শিকাগো (যুক্তরাষ্ট্র)
বাতাসের শহর	শিকাগো (যুক্তরাষ্ট্র)
সোনালী তোরণের শহর	সানফ্রান্সিসকো (যুক্তরাষ্ট্র)
নিষিদ্ধ শহর	লাসা (তিব্বত)
দ্বীপের শহর	ভেনিস (ইতালি)
রাতের নগরী	কায়রো (মিসর)
বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার	চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সংগঠন পরিক্রমা

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৭

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে **'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৭'** অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তবে তিনি অসুস্থ থাকায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশের সার্বিক ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর আন্দোলন। এ সংগঠন এদেশে চারটি ধারায় কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অথচ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'সোনামণি'। কেননা আজকের সোনামণিরাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যই সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানব শিশু ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নি উপাসক বানায়। তাই অভিভাবক হিসাবে আমাদের উচিত সোনামণিদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। পরিশেষে তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী, বিজয়ী সোনামণি এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রের কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, গ্যালাক্সি মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, তেরখাদিয়া, রাজশাহী-এর পরিচালক ডা. খন্দকার হালীমুয্যামান ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (এমএস কোর্স), জেনারেল সার্জারীর চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক

আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা পরিচালক আতীকুর রহমান, জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা পরিচালক আব্দুল মুন'ইম প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং ১৬টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সোনামণিদের মধ্য থেকে আরবী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও সোনামণি'র পরিচিতি সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করে আরবী ভাষায় মাযহারুল ইসলাম (নওগাঁ) ও ইংরেজী ভাষায় ইবরাহীম (গাইবান্ধা)। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দরসে কুরআন 'মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয়' *(মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৭)* সম্পর্কে বাংলায় বক্তব্য দেয় আবু বকর (জয়পুরহাট)। প্রতিযোগিতার সিলেবাসভুক্ত 'আক্বীদা' অংশ পড়ে শুনায় মুনাওয়ারুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও ১০টি হাদীছ মুখস্থ পাঠ করে রিযওয়ান (দিনাজপুর)। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। সম্মেলনে 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৪০ জন বালক ও ৭০ জন বালিকা সহ মোট ২১০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৪৪ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৯ ও ৩০ তম পারা।

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল্লাহ (বগুড়া), **২য় :** আব্দুর রহমান (বগুড়া), **৩য় :** ফাহীম ফায়ছাল (মেহেরপুর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : মাহদিয়া (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **২য় :** শাজিয়া জাহান শেফা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **৩য় :** সীমানুর (বগুড়া)।

২. হিফযুল কুরআন (সূরা নিসা ৫৯, বনু ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪ ও তাহরীম ৬ নং আয়াত)

মাখরাজ ও অর্থসহ এবং হিফযুল হাদীছ (১০টি) অর্থসহ।

বালক গ্রুপ : ১ম : রিযওয়ান (দিনাজপুর), **২য় :** মুনাওয়ারুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), **৩য় :** মুহাম্মাদ সোহাগ হাসান (ঢাকা) ও শরীফুল ইসলাম (কুমিল্লা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : তামান্না তাসনীম (কুড়িগ্রাম), **২য় :** তাসলীমা (বগুড়া), **৩য় :** ফিরোজা (নাটোর) ও সুমাইয়া খাতুন (সাতক্ষীরা)।

৩. দো'আ বালক গ্রুপ : ১ম : মাহমূদুল হাসান (গাইবান্ধা), **২য় :** ইমরান (বগুড়া), **৩য় :** রিযওয়ান (দিনাজপুর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সাজেদা (কুমিল্লা), **২য় :** ফিরোযা (নাটোর), **৩য় :** ফাতেমা (রাজশাহী)।

৪. সাধারণ জ্ঞান

বালক গ্রুপ : ১ম : সামীউল ইসলাম (বগুড়া), **২য় :** রিযওয়ান (দিনাজপুর), **৩য় :** শাহাদত ইসলাম (দিনাজপুর) ও মু'তাছিম বিল্লাহ (নওগাঁ)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : হুমায়রা (রাজশাহী), **২য় :** রুকাইয়া খাতুন (রাজশাহী), **৩য় :** মুনীরা (সিরাজগঞ্জ) ও শারমীন আখতার (রাজশাহী)।

৫. সোনামণি জাগরণী

বালক গ্রুপ : ১ম : আলে-ইমরান (রাজশাহী), **২য় :** শাহরিয়ার ইসলাম (কুমিল্লা), **৩য় :** আরাফাত (সাতক্ষীরা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : আয়েশা (বগুড়া), **২য় :** বিলকীস (বগুড়া), **৩য় :** নাছরীন (রাজশাহী) ও সাবীহা খাতুন (বগুড়া)।

৬. প্রতিযোগিতার বিষয় : হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা আরবী ও বাংলা

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল কাদের (বগুড়া), **২য় :** মুহাম্মাদ মাহদী (কুমিল্লা), **৩য় :** ফায়ছাল মাহমূদ (রাজশাহী)।

বালিকা গ্রুপ :১ম : তামান্না তাসনীম (কুড়িগ্রাম), **২য় :** হুমায়রা (রাজশাহী), **৩য় :** ফাতেমা (রাজশাহী)।

৭. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকদের জন্য) : বিষয়- সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

১ম : আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী), **২য় :** আব্দুল হাসীব (খুলনা), **৩য় :** আবু রায়হান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আন্দোলন'-এর আমেলা সদস্যবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে ২০১৭-২০১৯ সেশনের জন্য 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ মনোনয়ন দেন। অতঃপর সকাল ৯-টায় অনুষ্ঠিত সোনামণি সম্মেলনে নবমনোনীত কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের নাম ঘোষণা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম।

পরিচালনা পরিষদের নাম :

দায়িত্ব	নাম
পরিচালক	মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (রাজশাহী)
সহ-পরিচালক-১	রবীউল ইসলাম (নওগাঁ)
সহ-পরিচালক-২	যয়নুল আবেদীন (দিনাজপুর)
সহ-পরিচালক-৩	আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া)
সহ-পরিচালক-৪	হাবীবুর রহমান (রাজশাহী)
সহ-পরিচালক-৫	আবু হানীফ (নওগাঁ)

আরামনগর, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার

উদ্যোগে সোনামণি যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক লিলবর আল-বারাদী। পরামর্শ শেষে মুহাম্মাদ ফিরোজ হোসাইনকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় দক্ষিণ মুনীরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুস্তাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আলমগীর হোসাইন। অনুষ্ঠান শেষে মুযাক্কির রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

মুসলিমপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ' আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে প্রথম মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যক্ষ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার আব্দুল হাদী। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন, সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ মুস্তাকীমকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি রংপুর সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

লেবুর অবহেলিত ছিলকার জাদু

লেবু কেটে টিপে রস বের করে খেয়ে নিলেই হ'ল। কিন্তু যে অংশটা ফেলে দেয়া হয় তার গুণের কথা কয়জনই বা আমরা জানি। কেবল এর ছিলকার কার্যকারিতা শুনলে বুঝবেন, রসের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এটি। নিম্নে গুণাগুণগুলি তুলে ধরা হ'ল-

ভিটামিন-পুষ্টি :

লেবুর খোসায় কি পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে তার একটা তালিকা রয়েছে। এতে মিলবে খনিজ ও ফাইবার। ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম আর ভিটামিন 'সি'-এর সরবরাহ পর্যন্ত। দেহের যেকোন পুষ্টির অভাব পূরণে শক্তিশালী এক উৎস হ'ল লেবুর খোসা। স্বাস্থ্যকর পাচক রসও পাবেন এতে। মাত্র ৬ গ্রাম ছিলকায় মিলবে ৩ ক্যালোরি, ০.০২ গ্রাম ফ্যাট, ০.৩৬ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৯.৬ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ০.৯৬ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ০.৬৪ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য ফাইভার, ৩ ইন্টারন্যাশনাল ইউটিন ভিটামিন 'এ', ০.০৯ গ্রাম প্রোটিন, ৭.৭৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি', ৮.০৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম আর ০.০৫ মিলিগ্রাম আয়রন।

ক্যান্সার প্রতিরোধ :

গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, চায়ের মধ্যে এর খোসা দিলে দেহের ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলি আর বৃদ্ধি পায় না। এসিডপূর্ণ দেহে মাথাচাড়া দেয় ক্যান্সার। আর সেখানে লেবুর ছিলকা ক্ষারীয় অবস্থার মাধ্যমে পিএইচের মাত্রায় ভারসাম্য আনে।

হাড়ের স্বাস্থ্য :

এটি হাড়ের স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যাপক কাজের। হাড় সংক্রান্ত যেকোন রোগ সামলাতেও বেশ কার্যকর। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ইনফ্লেমেটরি পলিআর্থ্রাইটিস, অস্টেওপোরোসিস আর রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মোকাবেলায় লেবুর খোসা শক্তিশালী অস্ত্র।

মুখের স্বাস্থ্য :

যখন মুখ দিয়ে এই ফলের খোসা খাচ্ছেন, তখন কিন্তু মুখেরও উপকার হচ্ছে। এমনিতেই ভিটামিন 'সি' দাঁতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সক্ষম। স্কার্ভি, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া ও গিনগিভাইটিসের মত রোগ ঠেকাতে ঢাল লেবুর ছিলকা।

ওযন হ্রাস :

এমনকি বাড়তি ওযন কমাতেও এই খোসার ওপর নির্ভর করা যায় বলে প্রমাণ দিয়েছে বেশ কয়েকটি গবেষণা। এতে আছে বিশেষ এক উপাদান, যার নাম পেকটিন। দেহের ওযন কমাতে এটি খুবই কার্যকর। *(দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৭ই জুলাই, ২০১৭; পৃ. ৩)*।

Contents

ভাষা শিক্ষা

প্রাণী

যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

পোকা - حَشَرَةٌ - Insect (ইনসেক্ট)

প্রজাপতি - فَرَاشَةٌ -Butterfly (বাটারফ্লাই)

প্রাণী - حَيَوَانٌ - Animal (অ্যানিম্যাল)

ফড়িং- جُنْدُبٌ - Grasshopper (গ্রাস্‌হপার)

বক - مَالِكُ الحَزِيْنِ - Heron (হিরন)

বকরী - شَاةٌ - She-goat (শী-গোট)

বলদ - ثَوْرٌ - Bull (বুল্)

বাঘ - ذِئْبٌ - Tiger (টাইগার)

বাছুর- عِجْلٌ - Calf (কাফ)

বাদুড় - خُفَّاشٌ - Bat (ব্যাট)

বানর - قِرْدٌ - Momkey (মাংকি)

বাবুই - حَبَّاكٌ - Weaver-bird (উইভার-বার্ড্)

বিচ্ছু - عَقْرَبٌ - Scorpion (স্করপিয়ন)

বিড়াল - هِرٌّ - Cat (ক্যাট)

বুলবুল - بُلْبُلٌ - Nightigale (নাইটিংগেইল)

বেঙ - ضَفْدَعٌ - Frog (ফ্রগ)

বেজি - اِبْنُ عِرْسٍ - Mongoose (মংগূজ)

ভল্লুক - دُبٌّ - Bear (বিয়ার)

ভীমরুল - زُنْبُوْرٌ - Hornet (হর্নিট)

ভেড়া - خَرُوْفٌ - Sheep (শীপ)

ময়ুর - طَاوُوْسٌ - Peacock (পীকক)

কুইজ

১. আল্লাহ হায়াত ও মউত কেন সৃষ্টি করছেন?
উ:..
....

২. পুরুষেরা গোড়ালীর নিচে কাপড় পরলে কী হবে?
উ:..
....

৩. রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতে সত্তর হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা কারা?
উ:..
....
....
....

৪. সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত?
উ:..

৫. সকল অনিষ্টের মূল কী?
উ:..

৬. শয়তান কার সাথে থাকে?
উ:..
....

৭. কোন নবী তার পিতার নির্দেশে ঘরের চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন?
উ:..

৮. কোন ছাহাবীকে রঈসুল মুফাসসিরীন বলা হয়?
উ:..

৯. আবু জাহলের হত্যাকারী কে?
উ:..

১০. পাথর মেরে জালূতকে হত্যা করে কে?
উ:..

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে ডিসেম্বর ২০১৭।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. যে মানব সন্তানের জীবন অহি-র বিধান দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ২. শাস্তি ৩. পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে ৪. জুরাইজ ৫. মুয়াবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামীকে ৬. সূরা ত্ব-হা ৫ নং আয়াত ৭. যয়নাব ৮. × ৯. দো'আ করা উচিত ১০. 'কবর' কবিতা।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : সুমাইয়া খাতুন, ৫ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।
২য় স্থান : সামিহা খাতুন, ৩য় শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।
৩য় স্থান : ফিরোযা পারভীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

সোনামণিদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে অভিভাবকদের জন্য কতিপয় পরামর্শ :

১. সোনামণিদের সাথে হাসি মুখে কথা বলুন।

২. সোনামণিরা অধিক প্রশ্নের মাধ্যমে অজানা বিষয় জানতে চাই। তাই তাদের প্রশ্নে বিরক্তবোধ করবেন না।

৩. সোনামণিদের ভালো কাজের প্রশংসা করুন ও সে কাজে উৎসাহিত করুন।

৪. সোনামণিরা ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দিবেন না। বরং ভুল শুধরিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করুন।

৫. সোনামণিদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিন। অল্প বয়সে অতিরিক্ত বোঝা চাপাবেন না।

৬. সোনামণিদের কৃতিত্বে তাদেরকে পুরস্কৃত করুন। আপনার সামান্য পুরস্কার তাকে উন্নয়নের পথে উদ্বুদ্ধ করবে।

৭. সোনামণিদের মিথ্যা প্রলোভনের মাধ্যমে ধোঁকা দিবেন না। এর ফলে আপনার প্রতি তার বিরূপ মনোভাব তৈরী হবে।

৮. সোনামণিদের খেলা-ধুলা করতে সময় দিন। এতে তাদের মনের খোরাক মিটবে-যা তাদেরকে সৃজনশীল মনোভাব তৈরীতে সাহায্য করবে।